দয়া করে আপনার জন্ম, বিবাহ, তালাক, মৃত্যু, এবং পুলিশ সনদপত্রের মূল ও ফটোকপি আপনার সাক্ষাতকারের দিন সাথে নিয়ে আসবেন। প্রত্যেক আবেদনকারীর জন্যে উল্লেখিত সনদপত্রের এক কপি করে ফটোকপি প্রয়োজন। এছাড়াও আপনি যে সকল কাগজের মূলকপি ফেরত চান তার ফটোকপিটি নিয়ে আসবেন (যেমন মূল ট্যাক্স এর কাগজ)। যে সকল কাগজপত্র (সম্পর্ক প্রমানের কাগজপত্র) দূতাবাসে জমা দেয়া হবে তা দূতাবাসের মালিকানাধীন হয়ে যাবে এবং তা ফেরত দেয়া হবে না। নিরাপত্তার কারনে দয়া করে কোন সিডি, ভিসিডি, ডিভিডি, এবং ভিডিও ক্যাসেট, ক্যামেরা, ও সেল ফোন সাথে নিয়ে আসবেন না। যে সকল কাগজপত্রের মূল কপি ইংরেজীতে নেই তার বাংলা মূলকপি ও ইংরেজীতে অনুবাদিত কপি দূতাবাসে জমা দিতে হবে। দয়া করে নিম্নে উল্লেখিত কাগজপত্র সমূহ সাক্ষাতকারের সময় নিয়ে আসবেনঃ

- পাসপোর্টঃ যে বয়সেরই হোক প্রত্যেক আগ্রহী অভিবাসী আবেদনকারীর বৈধ পাসপোর্ট থাকতে হবে। পাসপোর্টের মেয়াদ অবশ্যই ভিসা ইস্যুয়ের তারিখ থেকে আট মাস বেশি থাকতে হবে।
- ছবিঃ দয়া করে সংযুক্ত ছবির বর্ণনা পড়ুন। প্রত্যেক আবেদনকারীকে নিজের দুই কপি ছবি সাথে নিয়ে আসতে হবে।
- অভিবাসী ভিসার জন্য আবেদন এবং এলিয়েন রেজিস্ট্রেশন ফর্ম (DS-260): প্রত্যেক আবেদনকারীকে অবশ্যই DS-260 ফরম সম্পূর্ণ ভাবে পূরণ করতে হবে। এই ফর্ম আপনি এই ওয়েবসাইটে পেতে পারেনঃ https://ceac.state.gov/IV/Login.aspx
- নিবন্ধিত জন্ম ও মৃত্যু সনদপত্রঃ বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে সংযুক্তি দেখুন।
- বিবাহ সনদপত্রঃ বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে সংযুক্তি দেখুন।
- তালাক/বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত দলিলপত্রঃ যদি প্রযোজ্য হয় তবে আপনার এবং/অথবা আপনার স্বামী/স্ত্রী এর জন্য এটি লাগবে। এইসকল দলিলপত্র অবশ্যই মূলকপি বা যুক্তরাষ্ট্রের আদালত দ্বারা সত্যায়িত বা বাংলাদেশে নিবন্ধিত কাজী অফিস দ্বারা সত্যায়িত অনুলিপি হতে পারে।
- মেডিকেল রিপোর্টঃ সাক্ষাতকারের চিঠি পাবার পর আবেদনকারীদের যত দ্রুত সম্ভব তাদের ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে সংযুক্তি দেখুন।
- এফিডেভিট অফ সাপোর্ট (AOS): পিটিশনারকে প্রত্যেকে অভিবাসী ভিসা আবেদনকারীর জন্য I-864 এফিডেভিট অফ সাপোর্ট ফর্মের মূলকপি জমা দিতে হবে। যদি পিটিশনারের আয় সকল আবেদনকারীকে ভরণপোষণ করার মত পর্যাপ্ত না হয় তবে অন্য কোন ব্যক্তি থেকে অতিরিক্ত এফিডেভিট (জয়েন্ট স্পন্সর) জমা দেয়া যেতে পারে। চাকুরীভিত্তিক (দক্ষ ও অদক্ষ উভয়ই ক্ষেত্রে)ভিসার ক্ষেত্রে কোম্পানী থেকে নোটারীকৃত মূল I-134 ফর্ম জমা দিতে হবে। সকল ফলো-টু-জয়েন আবেদনের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে একটি I-864 ফরম জমা দিতে হবে। যদি আপনার পিটিশনার এটি ইতিমধ্যে National Visa Center এ জমা দিয়ে থাকেন তবে আপনাকে তা আর সাক্ষাতকারের দিন সাথে নিয়ে আসতে হবে না।
- আয়কর রিটার্নঃ এফিডেভিট অফ সাপোর্টের সাথে যা জমা দিতে হবে তা হলো যে বছরের ভরণপোষণ এফিডেভিট দিয়ে হয়েছে সে বছরের যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল আয়কর জমার কপি এবং তার সাপেক্ষে W-2 ফর্ম, বর্তমান নিয়োগপত্র(পত্রসমূহ), বেতনের কাগজের অংশ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের বিবরণী।

- পারিবারিক সম্পর্কের প্রমানঃ দয়া করে বিবাহ অনুষ্ঠানের এবং/অথবা পারিবারিক ছবি, চিঠিপত্র ইত্যাদি আপনার দাবীকৃত সম্পর্ক প্রমান করার জন্য নিয়ে আসবেন। আপনার সাথে আপনার পিটিশনারের সম্পর্ক প্রমান করে এমন বিভিন্ন সময়ের তোলা ছবি সাথে আনার চেষ্টা করবেন। সেই সাথে আপনার পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে (যদি থাকে) আপনার সম্পর্ক প্রমান করবে তেমন ছবিও সাথে আনবেন। অনুগ্রহ করে ছবিগুলোকে এমন ভাবে লেবেল করে আনবেন যেন পিটিশনার ও আবেদনকারীদের সহজে চেনা যায়। বড় ফটো অ্যালবাম আনবেন না। এর পরিবর্তে ছবিগুলোকে অ্যালবাম থেকে বের করে একটি খামে নিয়ে আসবেন। মনে রাখতে হবে যে যদি আপনি পিটিশনারের সাথে আপনার সম্পর্কের বিশ্বাসযোগ্য প্রমান দেখাতে না পারেন তাহলে আপনার ভিসা পেতে দেরী হতে পারে অথবা আপনাকে ডি.এন.এ পরীক্ষা করতে বলা হতে পারে।
- পিটিশনারের বর্তমান বাসস্থানের প্রমানঃ দয়া করে পিটিশনারের বর্তমান পাসপোর্ট, গ্রীন কার্ড অথবা নাগরিকত্ব পাবার সনদের একটি পরিষ্কার ফটোকপি নিয়ে আসবেন।
- পুলিশ সনদঃ বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে সংযুক্তি দেখুন।
- ফিঃ আপনার পিটিশনার/এজেন্ট যদি ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে প্রোসেসিং ফি জমা দিয়ে থাকেল তাহলে আপনাকে আবার তা প্রদান করতে হবে না। আপনার পিটিশনার/এজেন্ট যদি ভিসা প্রোসেসিং ফি জমা না দিয়ে থাকেল তবে আপনাকে অবশ্যই ভিসা প্রোসেসিং ফি হিসাবে US$325 (অথবা সমপরিমাণ টাকা) কনসুলার সেকশনে দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই ফি শুধুমাত্র নগদ অর্থে (ইউএস ডলার বা টাকায়)জমা নেয়া হয়।
- ভবিষ্যতে যোগদানকারী আবেদনকারী (ফলো-টু-জয়েন আবেদনকারী) – আপনার ভিসা পিটিশনে যদি কোন ফলো-টু-জয়েন আবেদনকারী থেকে থাকে (যারা এখন আপনার সাথে যুক্তরাষ্ট্রে যাবে না, কিন্তু পরবর্তীতে যাবে) তবে প্রতেক ফলো-টু-জয়েন আবেদনকারীর জন্য মূল জন্ম নিবন্ধন পত্রের একটি ফটোকপি এবং একটি বায়োমেট্রিক ছবি আপনার সাক্ষাতকারের দিন নিয়ে আসতে হবে। আপনাকে ফলো-টু-জয়েন ফর্ম টিও পূরণ করতে হবে যা http://photos.state.gov/libraries/bangladesh/275802/immigrant-visas/Follow-to-join%20request%20form.pdf ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে এবং আপনার সাক্ষাতকারের দিন এ ফর্মটি অবশ্যই নিয়ে আসতে হবে।
- দয়া করে এই ওয়েবসাইট A NEW GUIDE FOR IMMIGRANTS ভিসিট করুন। এই গাইডলাইনে বাস্তব তথ্য দেয়া আছে যা আপনাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে খাপ খেতে সাহায্য করবে।

Embassy of the United States of America

সতর্কীকরণ

কনস্যুলার সেকশন সন্দেহভাজন জালিয়াতির কেইস গুলির তদন্ত করে। যে সব কেইসের ক্ষেত্রে জালিয়াতির সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যাবে, সেই সব কেইস এর আবেদনকারীরা জীবনকালের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আপনার কাছে যদি জালিয়াতি সংক্রান্ত তথ্য থাকে, তবে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন এই ঠিকানাতে dhakafraud@state.gov

মনে রাখবেন

দয়া করে কোনও ডকুমেন্ট স্টপল বা ফোলড করবেন না।

আপনি কনস্যুলার সেকশনে ভিসার জন্য যে কাগজপত্র, ফটোকপি, ছবির অ্যালবাম জমা দেবেন তার উপরে অথবা নীচে অবশ্যই আপনার কেস নাম্বার লিখুন। ভিসার জন্য জমা দেওয়া ছবির পিছনে ভিসা আবেদনকারীর নাম এবং কেস নাম্বার লিখুন।

যদি আপনার ভিসা সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন থাকে, তাহলে দয়া করে আমাদের এই ঠিকানাতে support-bangladesh@ustraveldocs.com ইমেইল করুন।

আপনি যখন ইমেলের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন, তখন আপনার 10 ডিজিটের কেস নম্বর (যা DHK দিয়ে শুরু) এবং আপনার নাম সঠিকভাবে লিখবেন।

"MST", "MOST" অর্থাৎ নামের কোন সংক্ষিপ্তরূপ থেকে থাকে তবে DS-260 ফর্মের ৩নং ঘরে বিস্তারিত লিখুন। যেমন "Mohammad", "Mohammed", "Mosammat", "Mosammet", ইত্যাদি।

নিবন্ধনকৃত জন্ম ও মৃত্যু সার্টিফিকেট এর নির্দেশাবলী

বাংলাদেশ সরকার সংগঠিত ২১ টি নিয়মের সাথে সংগতি রেখে নিবন্ধনকৃত জন্ম ও মৃত্যু সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এই নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির স্থানীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনকরন অফিসে নিবন্ধন করতে হয়। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত স্থানীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনকরন অফিস সমগ্র বাংলাদেশে আছে। আবেদনকারীকে তাদের নিকটস্থ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনকরন অফিসে যোগাযোগ করতে হবে (যেখানে আবেদনকারীর জন্ম হয়েছে বা যেখানে মৃতকে দাফন করা হয়েছে)। সাধারণতঃ সিটি করপোরেশন, পৌরসভা অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ অফিস অথবা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের দায়িত্বে থাকে। এ ছাড়া কোন প্রত্যন্ত এলাকায় চেয়ারম্যান-এর অফিস থেকে জন্ম ও মৃত্যু সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

প্রত্যেক নিবন্ধনকরন অফিস তাদের নির্দিষ্ট ফর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করে। জন্ম ও মৃত্যু সার্টিফিকেটের ফর্মে অবশ্যই নিবন্ধনের পর্যায়ক্রমিক নম্বর, যে পৃষ্ঠায় তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তার নম্বর, যার জন্ম/মৃত্যু নিবন্ধিত হচ্ছে তার জন্ম/মৃত্যুর বিস্তারিত তথ্য নথিভূক্ত করা থাকে। যে ব্যক্তি জন্ম/মৃত্যু নিবন্ধন করেছে তার পরিচিতিমূলক তথ্যও থাকতে হবে।

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং প্রতিবেশীদের কাছ থেকে নেয়া জন্ম সংক্রান্ত এফিডেভিট বা হলফনামা গ্রহণ করা হবে না।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম অধিবাসী হয়ে যাবার সময় দরখাস্তকারী যে জন্ম সনদ ব্যবহার করেছেন তাও আইআর-৫ এবং এফ-৪ কেসে জমা দিতে হবে। এ ছাড়াও ২১ বছরের কম বয়েসি সকল সন্তানের ক্ষেত্রে জন্ম তারিখের সনদ জমা দিতে হবে। এই সব সন্তান যদি এই সময়ে অধিবাসী হয়ে যেতে না চান, বা অধিবাসী হওয়ার যোগ্যতা তাদের নাও থাকে- তাহলেও এটি জমা দিতে হবে।

হাসপাতাল, ক্লিনিক বা ডাক্তারের কাছ থেকে মৃত্যু সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য নয়।

আপনার কেসের সাথে সম্পর্কযুক্ত আপনার স্বামী বা স্ত্রী অথবা আপনার প্রাক্তন স্বামী বা স্ত্রী বা আপনার পরিবারের কোন সদস্য যদি মৃত্যুবরণ করে থাকে তাহলে আপনাকে অবশ্যই উপযুক্ত মৃত্যু নিবন্ধনকরন অফিস থেকে মৃত্যু সার্টিফিকেট আনতে হবে।

Embassy of the United States of America

বিবাহ সনদপত্রের নির্দেশাবলী

বাংলাদেশের নাগরিক আইন অনুযায়ী শুধুমাত্র একজন মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রার অথবা কাজী মুসলিম বিবাহ নিবন্ধন করতে পারেন। মুসলিম বিবাহ নিবন্ধন অত্যাবশ্যকীয়।

মুসলিম বিবাহঃ

আবেদনকারীকে কাজীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। এই কাজী মুসলিম বিবাহের দলিল অর্থাৎ নিকাহনামা (বাংলায় ও ইংরেজিতে) সংগ্রহ করবেন। দুটি নিকাহনামাই সাক্ষাত্কারের সময় জমা দিতে হবে।

- মুসলিম বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ নিবন্ধন আইনের সেকশন ৫(১) অনুযায়ী, " যখন কোন বিবাহ শুধুমাত্র কাজী দ্বারা সম্পন্ন করা হয়, তখন তাকে (কাজী) **অবিলম্বে** বিবাহটি নিবন্ধন করতে হবে।"
- সেকশন ৫(২) অনুযায়ী, যখন কোন বিবাহ কাজী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয়, তখন উক্ত বিবাহের বরকে বিবাহ সম্পন্নের ত্রিশ দিনের মধ্যে বিবাহ নিবন্ধকের কাছে বিবাহ নিবন্ধন করতে হবে।"
- সেকশন ৫(১) অনুযায়ী, "উপ-ধারা (২)-এর অধীনে, যখন কোন বিবাহ সম্পর্কে কাজীকে জানান হয়, তখন কাজীকে তৎক্ষণাৎ বিবাহটি নিবন্ধন করতে হবে।"

মুসলিম বিবাহ নিবন্ধন সম্পর্কিত আরও তথ্য জানতে ক্লিক করুন এখানেঃ
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-476.html

হিন্দু/খ্রীষ্টান/বৌদ্ধ বিবাহঃ

হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২, অনুযায়ী বাংলাদেশে যখন কোন হিন্দু বিবাহ সম্পন্ন হয় তখন উক্ত বিবাহ নিবন্ধন করা হয় আবেদনকারীর বাসস্থানের এলাকার হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রার দ্বারা।

অন্য ধর্মানুসারী, যেমন খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ অথবা অন্যান্য ধর্মানুসারীরা তাদের নিজ নিজ এলাকার বিবাহ রেজিস্ট্রার অথবা ধর্মযাজক যে বিবাহ সম্পন্ন করেছেন অথবা বিবাহ সম্পন্নের গির্জা/মন্দিরের প্রশাসন দ্বারা বিবাহ নিবন্ধন করবেন। বিবাহোত্তর কাগজপত্রের ধরণ আলাদা হলেও সম্পৃক্ত ধর্মানুসারী আবেদনকারীর তথ্য সমূহ, বিবাহোত্তর অনুষ্ঠান, বিবাহ সম্পন্নকারী নিবন্ধকের পরিচয় বিষয়ক তথ্য অনুরূপ থাকবে।

বিশেষ বিবাহ আইন ১৮৭২ অনুযায়ী অধার্মিক বিবাহ সম্পর্কে জানতে এখানে ক্লিক করুনঃ
http://bdlaws.minlaw.gov.bd

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ আবেদনকারী, তার আত্মীয় অথবা পরিবারের কোন সদস্য থেকে **বিবাহের** কোন **শপথপত্র গ্রহন করা হবে না।**

পুলিশ অনুমোদন পত্র উত্তোলন করার নির্দেশাবলী

১৬ বছর বা তার চেয়ে বেশী বয়সী প্রত্যেক ভিসা আবেদনকারীকে নিম্নে উল্লেখিত পুলিশ কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমোদন পত্র জমা দিতে হবে :

- যে দেশের নাগরিক সেই দেশের বর্তমান আবাসস্থলের নিকটস্থ থানা থেকে
- অন্য সমস্ত দেশের পুলিশ কর্তৃপক্ষ থেকে যে দেশে আবেদনকারী অন্তত এক বছর বসবাস করেছেন।
- ভিসা আবেদনকারী যদি কখনো কোন কারনে গ্রেফতার হয়ে থাকেন, তাহলে সেই কর্তৃপক্ষ থেকে।

অনলাইনে পুলিশ অনুমোদন পত্র উত্তোলন করার নির্দেশাবলী জানতে ভিসিট করুন
https://www.police.gov.bd/

প্রয়োজনীয় তথ্যঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালীন সময়ের জন্য কোন পুলিশ অনুমোদন পত্র জমা দিতে হবেনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যাতিত অন্য কোন দেশে এক বছরের বেশি সময় অবস্থান করে থাকলে, সেইসব দেশ থেকে পুলিশ অনুমোদন পত্র অবস্থাকালীন সময়ের জন্য জমা দিতে হবে।

গ্রেফতারের সাক্ষ্যপ্রমানঃ যদি কোন আবেদনকারীর পূর্বের গ্রেফতারের রেকর্ড থেকে থাকে, তাহলে সেই সমস্ত গ্রেফতারের কারন, সিদ্ধান্ত, আইনের ব্যাখ্যা জমা দিতে হবে। কিছু দেশ পুলিশ অনুমোদন পত্র প্রদান করেনা। অন্যান্য দেশের পুলিশ অনুমোদন পত্র উত্তোলনের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে দেখুনঃ https://travel.state.gov/content/visas/en/fees/reciprocity-by-country.html

Embassy of the United States of America

ফটো ষ্টুডিও সমূহ

পাসপোর্ট ও ভিসার আবেদন করার জন্য যে ধরণের ছবির প্রয়োজন হয় এবং যে সব ফটো ষ্টুডিও সে ধরনের ছবি তুলতে সক্ষম নীচে তার একটি তালিকা দেয়া হলো। আমরা আপনাকে নির্দিষ্ট কোন ষ্টুডিওতে ছবি তোলার পরামর্শ দিচ্ছি না। তবে, আমরা জানি যে, এই ষ্টুডিওগুলো অতীতে ভাল কাজ করেছে। তালিকায় উল্লেখিত ষ্টুডিও ছাড়াও আপনার ইচ্ছেমাফিক যে কোন ষ্টুডিও থেকে আপনি ছবি তুলতে পারেন এবং কেবল এই ষ্টুডিওগুলোতে ছবি তোলার জন্য আপনি বাধ্য নন।

<table>
<tr><th>কুইক ফটো ষ্টুডিও</th><th>ভি. আই. পি. ফটো ষ্টুডিও</th><th>হলিউড পিকচার ষ্টুডিও</th></tr>
<tr><th>ঢাকা</th><th>ঢাকা</th><th>ঢাকা</th></tr>
<tr><td>২৪-২৭ জাহেদ প্লাজা, ৩০ নর্থ এভিনিউ, গুলশান সার্কেল-২, ঢাকা-১২১২ ফোনঃ ৯৮৮০৯৫৫, ৮৮২৯২০৭,০১৯৫৯১৪৪০৫২, ০১৮৪১৭২২২৫৫
ইমেইলঃ gpslab@gmail.com</td><td>গুলশান প্যালাডিয়াম (২য় তলা), রোড ৯৫, গুলশান ২ ঢাকা-১২১২
ফোনঃ ৯৮৮০৬৯৭
ইমেইলঃ vipstd123@yahoo.com</td><td>২-৩ জাহেদ প্লাজা, ৩০ নর্থ এভিনিউ (১ম তলা),
গুলশান ২, ঢাকা-১২১২, ফোনঃ ৮৮১৫৪৮৯</td></tr>
<tr><th>সোনারগাঁও ষ্টুডিও</th><th>কামার ফটোগ্রাফারস</th><th>কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফারস</th></tr>
<tr><th>ঢাকা</th><th>ঢাকা</th><th>ঢাকা</th></tr>
<tr><td>রাসেল সেন্টার, ২৭ হাটখোলা রোড, অভিশার সিনেমা হলের বিপরীতে, ঢাকা-১২০৩
ফোনঃ ৯৫৫৯৮৯২, ০১৭১৪২৪২৫৬৭
ইমেইলঃ lilymomotaz@hotmail.com</td><td>১৮/২, তোপখানা রোড (১ম তলা), ঢাকা, ফোনঃ ৯৫৬৩৩৪২</td><td>এল মল্লিক কমপ্লেক্স, ১২ পুরানা পল্টন (৩য় তলা), ঢাকা-১২১৯, ফোনঃ ৯৫৫৩০৪৭
ইমেইলঃ Panoroma.mahbub@yahoo.com</td></tr>
<tr><th colspan="3">আলো ডিজিটাল ষ্টুডিও, সিলেট</th></tr>
<tr><td colspan="3">শিবগঞ্জ, উপশহর রোড, সোনাপারা, ফোন: ০১৫৫৮৪০৭৬৮১, ০১৭২৬৯৬২৭৫৩, ইমেইলঃ alod.studio@gmail.com</td></tr>
<tr><th colspan="3">নিউ পান্না ডিজিটাল ফটো ষ্টুডিও, সিলেট</th></tr>
<tr><td colspan="3">১ নং, মহিলা কলেজ বাণিজ্যিক ভবন (২য় তলা), জিন্দাবাজার, ফোনঃ ০১৭১১৪৮৪৯৫৫, ০১৯৭১৪৮৪৯৫৫, ইমেইলঃ newpannastudio@gmail.com</td></tr>
</table>

ভাল ভাবে তোলা ছবির উদাহরণঃ

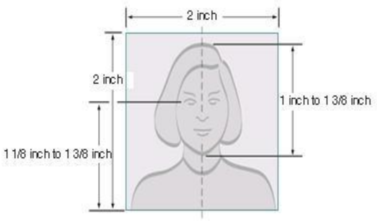

অভিবাসন ভিসার জন্য যে ধরনের ছবির প্রয়োজনঃ

- ভিসার আবেদন করার জন্য ২টি ছবি প্রয়োজন।
- সাদা পটভূমির সামনে তোলা ছবি অবশ্যই রঙ্গিন হতে হবে।
- ছবির মাপ হতে হবে ২ **x** ২ ইঞ্চি (৫০ **x** ৫০ মি.মি.)
- আবেদনকারীকে অবশ্যই ক্যামেরার দিকে সরাসরি তাকাতে হবে যেন সম্পূর্ণ চেহারা দেখা যায়, দুই কান দেখা যায় এবং দুই চোখ অবশ্যই পরিস্কারভাবে দেখা যায়।
- ভিসা আবেদনপত্রের সাথে চশমা পরা ছবি দেয়া যাবেনা। শুধুমাত্র তখনি চশমা পরিহিত ছবি দেয়া যাবে যখন চিকিৎসাগত কারণে চশমা খোলা যাবেনা, যেমন, চোখ সার্জারির পরপর যখন চোখের সুরক্ষা প্রয়োজন হয়। এসব ক্ষেত্রে ডাক্তারের কাছ থেকে লিখিত বিবৃতি আনতে হবে। যদি চশমা পরা ছবি জমা দেয়ার অনুমতি থাকে, তবুও নিম্নলিখিত বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবেঃ
  - ✓ চশমার ফ্রেম দ্বারা চোখ ঢাকা যাবেনা
  - ✓ চশমার কাচের উপর কোন আলো পরা যাবেনা যাতে চোখ দেখা না যায়
  - ✓ চশমার কাচের উপর কোন ছায়া পরা যাবেনা যাতে চোখ দেখা না যায়
- ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে মাথা ঢাকা বা টুপি পরা ছবি গ্রহণযোগ্য; কিন্তু তা কোনভাবেই আবেদনকারীর মুখমণ্ডলের কোন অংশকে আড়াল করলে চলবে না। সামরিকবাহিনী, বিমান কোম্পানি বা অন্য কোন প্রকারের টুপি পরা ছবি গ্রহণযোগ্য নয়। উপজাতীয় বা ধর্মীয় নয় এমন কোন মস্তকাবরনীসহ ছবি গ্রহণযোগ্য নয়।
- ছবির উপরিভাগ হবে গ্লসি অর্থাৎ মসৃণ ও চকচকে।
- আপনার ছবিটি অবশ্যই ইন্টারভিউ এর আগের ৬ মাসের মধ্যে তুলতে হবে যাতে করে আপনার চেহারার বর্তমান অবস্থা বোঝা যায়।

Embassy of the United States of America

অভিবাসী ভিসা আবেদনকারীদের মেডিকেল পরীক্ষা করানোর নির্দেশাবলী

যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস
ঢাকা, বাংলাদেশ
কনস্যুলার শাখা
মাদানী এভিনিউ,
বারিধারা, ঢাকা - ১২১২,
বাংলাদেশ

ভিসা পাওয়ার আগে প্রত্যেক অভিবাসী আবেদনকারীকে দূতাবাসের অনুমোদিত চিকিৎসক দ্বারা স্বাস্থ্যগতভাবে অভিবাসনের উপযুক্ত বলে ঘোষিত হতে হবে। স্বাস্থ্যগতভাবে উপযুক্ততার এইসব কাগজ-পত্র যুক্তরাষ্ট্রের পোর্ট অফ এন্ট্রি বা প্রবেশ পথে অবশ্যই দেখাতে হবে।

প্রত্যেক অভিবাসীকে ভিসা সাক্ষাৎকারের আগে অবশ্যই নিজ দায়িত্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ডাক্তারের কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের সময় নিতে হবে। এর অর্থ এই যে, প্রধান আবেদনকারী মহিলা বা পুরুষকে দূতাবাসে তার ভিসার সাক্ষাৎকারের কমপক্ষে তিন সপ্তাহ আগে অনুমোদিত চিকিৎসকের কাছে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে যেতে হবে। এতে করে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক আপনার সাক্ষাৎকারের আগে ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্ট জমা দেয়ার মতো পর্যাপ্ত সময় হাতে পাবেন।

ডাক্তারি পরীক্ষার সময় সকল আবেদনকারীকে তাদের পাসপোর্ট, চার কপি ছবি (ছবি অবশ্যই রঙিন হতে হবে, সাদা পটভূমিতে তোলা হতে হবে, চশমা পড়া যাবে না), ডিএস-২৬০ কনফার্মেশনের পাতা, টিকার কার্ড (যদি থেকে ঠাকে) এবং সাক্ষাৎকারের চিঠি/ই-মেইলের কপি অবশ্যই সাথে নিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের অনুমোদিত চিকিৎসকের তালিকা নিচে দেয়া হলো। আপনি আপনার ইচ্ছামত তাদের যে কোন একজনকে দিয়ে আপনার ডাক্তারি পরীক্ষা করাতে পারেন।

গ্রীন ক্রিসেন্ট হেল্‌থ সার্ভিসেস	**ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম)**	**ওয়াহাব মেডিকেল প্র্যাকটিস**
ঢাকা	**ঢাকা**	**ঢাকা**
বাড়ি নং ৬০, রোড – পার্ক রোড (মার্কিন দূতাবাসের উত্তর দিকে), বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোন, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ টেলিফোন: ৮৮-০২-২২২২৬২৩৮৪, ৫৮৮১৭৩৩৫ মোবাইল: ০১৭৪২৩৮৮৮৫৪, ০১৩১৫৮৪৮০৫৫ ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৪৮৮১১৬৪৮ ইমেইল: gchsmed@gmail.com ওয়েবসাইট: www.greencrescentmedicalbd.com, www.roadmapgreencrescent.com	১ম এবং নীচ তলা, বাড়ী নং - ১৩/এ, রোড নং - ১৩৬, গুলশান – ১, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ মোবাইল: ০১৭৭৭৭৬১৩০৯, ০১৭১৩৪৮১৭৯৮ ইমেইল: dhakaha@iom.int	রোড নং - ১২, বাড়ি নং – ৩, বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোন, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ টেলিফোন: ৮৮-০২-৫৮৮১৪৬৭১, ৫৮৮১৪৬৭২, ৫৮৮১৪৬৭৩ মোবাইল: ০১৮১৭২৪৩২৭৯, ০১৭৭৮৬৩০৬৭৭ ফ্যাক্স : ৮৮-02-৬০৬৯ ইমেইল: wahab@agni.com
গ্রীন ক্রিসেন্ট মেডিক্যাল ডায়াগনস্টিক	**মাইগ্রেশন হেল্‌থ এসেসমেন্ট ক্লিনিক**	**গ্রীন ক্রিসেন্ট মেডিল্যাব**
চট্টগ্রাম	**সিলেট**	**সিলেট**
বাড়ি নং - ১৫/২, রোড নং - ৪, খুলশি হিল, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ মোবাইল: ০১৭৮৬৫৫৩৩৭৭, ০১৭৯৬১৯৯৬৩৮ ফোন: +(৮৮)(০৩১)৬৫৬৫২৪, ৬৫৬৪৮১ ইমেইল: doctors@greencrescentmedical.com ওয়েবসাইট: www.greencrescentmedicaldiagnostic.com www.roadmapgreencrescent.com	মেডি-এইড হার্ট সেন্টার, দক্ষিণ দরগা গেট (মিনারের নিকটে), দরগা মহল্লা, সিলেট – ৩১০০, বাংলাদেশ মোবাইল: ০৮২১৭২৫০৫৬ ০১৭৭৭৭৬১৩০৯ ইমেইল: dhakaha@iom.int	টাইম স্কোয়ার ভবন, শিবগঞ্জ উপশহর, সোনাপাড়া, সিলেট, বাংলাদেশ ফোন: ০২৯৯-৬৬৪১৬০১, ০২৯৯-৬৬৪১৬০২ মোবাইল: ০১৭৪২৫৬৪৪৩২, ০১৩১৫৮৪৭৭৭৯ ইমেইল: gcmlabsylhet@gmail.com ওয়েবসাইট: www.greencrescentmedilab.com

অবশ্যই ডাক্তারি পরীক্ষার ফি আপনাকেই দিতে হবে - দূতাবাস এই অর্থ আপনাকে কোনভাবে ফেরত দিবে না। ডাক্তার তার নেয়া ফিসের একটি রশিদ আপনাকে দিবেন। ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সের আবেদনকারীদের জন্য ডাক্তারি পরীক্ষার ফি হচ্ছে ৭৮৬৫ টাকা। এবং ১৫ বছরের কমবয়সী শিশুদের জন্য ৩০২৫ টাকা + ২২৪০ টাকা (শুধুমাত্র যখন গনোরিয়া পরীক্ষার প্রয়োজন হয়) + ২ থেকে ১৪.৯৯ বয়সের শিশুদের জন্য ৭৫০০ টাকা (IGRA পরীক্ষার খরচ)। ০ থেকে ১.৯৯ বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে IGRA পরীক্ষা শুধু মাত্র প্রয়োজন হলেই করা হবে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, যদি বাড়তি টিকাদানের দরকার হয়, তাহলে ডাক্তারি পরীক্ষার খরচ বেড়ে যাবে। আপনার শরীরে যক্ষা বা অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির অস্তিত্ব পরীক্ষা করার জন্য আপনাকে ল্যাবরেটরিতে আরো কিছু পরীক্ষা করাতে হতে পারে। আপনার ডাক্তারি পরীক্ষার পাঁচ দিনের মধ্যে এই সকল টেস্টের জন্য উপস্থিত না হলে আপনার কেস প্রসেস করতে অতিরিক্ত এক বছর সময় লাগতে পারে।

যদি বাড়তি TB পরীক্ষার প্রয়োজন হয় তবে জন প্রতি ১৪০০০ টাকা বেশি খরচ পড়বে।

সকল অভিবাসীকে সংক্রামক রোগনাশক টিকা অবশ্যই নিতে হবে। এই সব টিকা অনুমোদিত চিকিৎসকের কাছে পাওয়া যাবে এবং এগুলির এক একটির ব্যয় এক এক রকম। বিরল দুই একটি ক্ষেত্রে এই সব টিকার কারণে অনাকাঙ্খিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। আপনি চিকিৎসকের কাছে এই সব টিকার সুফল ও ঝুঁকি সম্পর্কে জেনে নিবেন।

অনুমোদিত প্যানেল চিকিৎসকরা আপনার মেডিকেল পরীক্ষার ফলাফল সরাসরি কনস্যুলার শাখায় পাঠিয়ে দেন। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি দূতাবাসে আপনার সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট তারিখের কম পক্ষে **বিশ দিন** আগে ডাক্তারের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। সাক্ষাৎকারের দিন যে সব আবেদনকারীর ডাক্তারি পরীক্ষার চূড়ান্ত রিপোর্ট দূতাবাসে এসে পৌঁছাবে না তাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হবে না।

মেডিকেল পরীক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার পর, আবেদনকারীর অবশ্যই তাদের টিকার কার্ড এবং এক্স-রে সিডি ডাক্তারের থেকে সংগ্রহ করে নিতে হবে।

যদি কারো ডাক্তারি পরীক্ষার মেয়াদ উর্ত্তীর্ণ হয়, তাহলে কোন আবেদনকারীকেই যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। আপনার ডাক্তারি পরীক্ষার তারিখ থেকে ঠিক ৬ মাস আপনার অভিবাসন ভিসার মেয়াদ বলবৎ থাকবে। যেমন, যদি আপনার ডাক্তারি পরীক্ষা ২০২০ সালের ১৫ই নভেম্বর তারিখে করিয়ে থাকেন, এবং যদি ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখের মধ্যে আপনার ভিসা ইস্যু না হয়ে থাকে, তাহলেও আপনাকে দেয়া ভিসার মেয়াদ ২০২১ সালের ১৪ই মে শেষ হয়ে যাবে। ভিসা পাওয়ার পর কত দ্রুত আপনি যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন তার ওপর নির্ভর করবে আপনার মেডিকেল পরীক্ষার রিপোর্ট হাল নাগাদ করাতে হবে কি না।